I J C R M
International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

বৈদিকযুগে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ড. গৌতম পাল
Assistant Teacher, Sitahar Milgram High School, Kumarganj, Dakshin Dinajpur, West Bengal, India

Corresponding Author: *ড. গৌতম পাল

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19558990

সারাংশ

বৈদিক যুগে শিক্ষাব্যবস্থার মূলে ছিলেন গুরু। গুরু, আচার্য, উপাধ্যায় ইত্যাদি শব্দগুলির মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। তবে সাধারণভাবে এইশব্দগুলির দ্বারা শিক্ষককে বোঝানো হয়। উপনয়ন সংস্কারের মাধ্যমে শিষ্য নবজন্ম লাভ করত। তাই গুরুকে আধ্যাত্মিক পিতা বা আত্মীয় হিসাবে বিবেচনা করা হত। তিনি শিষ্যের অজ্ঞতারূপ অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলোর পথে নিয়ে যান। আচার্যকুলে শিষ্যদের থাকা, খাওয়া ও পড়ানোর দায়িত্ব থাকত সম্পূর্ণরূপে গুরুর উপর। তিনি বেদ, বেদাঙ্গ ও অন্যান্য শাস্ত্র মৌখিকভাবে শিষ্যদের কাছে হস্তান্তর করতেন। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা নয়, তিনি শিষ্যদের নৈতিক চরিত্র, শৃঙ্খলা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে বিশেষ নজর দিতেন। তাই সমাজে গুরুর স্থান ছিল সর্বোচ্চতে। বৈদিক যুগে গুরুরা ছিলেন সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক, যাঁরা শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতেন।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 08-02-2026
- **Accepted:** 05-03-2026
- **Published:** 13-04-2026
- **IJCRM:**5(2); 2026: 617-621
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

ড. গৌতম পাল. বৈদিকযুগে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(2):617-621.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

মূল শব্দ: গুরু, আচার্য, শিক্ষক, আচার্যকুল, শিক্ষা, বেদিকযুগ।

© 2026 ড. গৌতম পাল. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ভূমিকা

বৈদিক যুগে শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন গুরু বা শিক্ষক। তবে সেই সময়ে গুরু, আচার্য ও উপাধ্যায়কেই সমস্ত শিক্ষার প্রধান স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আচার্য, গুরু, উপাধ্যায় শব্দগুলি প্রায় সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

গৃ ধাতুর সঙ্গে কু প্রত্যয় সংযোগে গুরু শব্দটি নিষ্পন্ন। গুরু বলতে আমরা একজন পরামর্শদাতা, পথপ্রদর্শক, বিশেষজ্ঞ বা শিক্ষককে বুঝি, যিনি নির্দিষ্ট জ্ঞান বা বিষয়ের প্রদাতা। আবার 'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার বা অজ্ঞানতা। আর 'রু' এর অর্থ দূরকারী। গুরু হলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে যান।[১]

শিক্ষক ও গুরু সাধারণভাবে সমার্থক হলেও শব্দ দুটির মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। সাধারণ শিক্ষক কেবল তথ্য প্রদান করেন। অন্যদিকে গুরু জীবনের গূঢ় জ্ঞান ও আত্মিক চেতনার জাগরণ ঘটান। গুরু শুধুমাত্র পার্থিব শিক্ষাই প্রদান করেন না, তিনি শিষ্যদেরকে আত্মোপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মার্গ দেখান ও জীবনের আদর্শ পথ প্রদর্শন করেন। সহজ ভাষায়, যিনি তথ্য প্রদান করেন তিনি শিক্ষক, আর যিনি শিষ্যের অজ্ঞতা দূর করে সত্য ও আলোর পথ দেখান তিনি গুরু।

বৈদিক যুগের কর্মকেন্দ্রিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর কাজ ছিল -- অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ অর্থাৎ নিজে পড়া, অন্যকে পড়ানো, নিজের মঙ্গলের জন্য যজ্ঞ করা, অপরের মঙ্গলের জন্য যজ্ঞ করা, অন্যকে দান করা এবং অন্যের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করা।[২] সাধারণত সেই সময় অধ্যাপনার কাজটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকেরা করত। তাই শিক্ষাদাতা ব্রাহ্মণ শিক্ষককেই গুরু বলা হত। মনুসংহিতাকার আচার্য মনুর মতে, যে ব্রাহ্মণ গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কার সম্পাদন করেন এবং অন্নের দ্বারা প্রতিপালন করেন সেই ব্রাহ্মণকেই গুরু বলা হয়।[৩] এই পরিভাষা অনুযায়ী পিতাই হলেন গুরু। পিতা-ই তার পত্নীর জন্য গর্ভাধান সংস্কার সম্পাদন করেন এবং তিনি অন্নের দ্বারা অপত্যদের সংবর্ধন ও প্রতিপালন করেন। আবার পিতাই নিজ সন্তানকে প্রারম্ভিক শিক্ষা ও বেদাদিশাস্ত্রের শিক্ষা প্রদান করেন।

গুরু, একটি সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ ভারী, গুরুত্বপূর্ণ বা জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তি, যিনি জ্ঞানী ও অভিজ্ঞতায় পূজনীয়। এটি ভারী বা সম্মানের যোগ্য অর্থ বহন করে। যা থেকে জ্ঞান ও মর্যাদায় ভারী বা মহান ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষক অর্থে গুরু শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বৈদিক যুগ থেকেই ভারতীয় সমাজে গুরু শব্দটি পুরুষ বা স্ত্রীর প্রতি সম্মান বা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যই শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিষ্ণুধর্মসূত্রে জন্মদায়িনী মাতা, জন্মদাতা পিতা ও শিক্ষাদাতা আচার্য-এই তিনটি শব্দের জন্য গুরু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৪]

বিষ্ণুধর্মস্মৃতিতে গুরু বলতে আচার্যকে বোঝানো হয়েছে। আচার্যের লক্ষণে মনুসংহিতাকার বলেছেন, যে ব্রাহ্মণ শিষ্যের উপনয়ন করিয়ে তাকে কল্প ও রহস্য সহ সমগ্র বেদ পড়াবেন তাকে আচার্য বলে।[৫] আচার্য শিষ্যকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করে শৌচ বা শারীরিক শুচিতা, স্নান আচমন প্রভৃতি আচার, অগ্নিকুন্ঠে প্রত্যহ পবিত্র সমিধ বা ইন্ধন অর্পণ সহকারে হোম, মন্ত্র সহ কৃত সন্ধ্যা-উপাসনা বিধি প্রথম শিক্ষা দেবেন।[৬] আপস্তম্বধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, শিষ্য যার কাছ থেকে ধর্ম শিক্ষা করবে তিনি আচার্য।[৭] বশিষ্ঠ বলেছেন, যিনি শিষ্যকে দীক্ষিত করবেন এবং সমগ্র বেদ পড়াবেন তিনি আচার্য।[৮]

আ পূর্বক চর্ ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় করে আচার্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। নিরুক্তকার যাস্ক আচার্য শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন, আচার্য আচারং গ্রাহয়তি, আচিনোত্যর্থান্ আচিনোতি বুদ্ধিমিতি।[৯] তিনি শিষ্যকে আচার শিক্ষা দেন, শিষ্যের জন্য শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করেন এবং শিষ্যের নিমিত্ত বুদ্ধি বা জ্ঞান চয়ন করেন বা বুদ্ধির বিকাশ সাধন করেন তিনি আচার্য।

উপাধ্যায়ও আচার্য। তবে আচার্য থেকে কিছুটা আলাদা। উপাধ্যায় সমগ্র বেদ নয় বেদের অংশবিশেষ পড়ান অথবা বেদাঙ্গ পড়ান এবং তিনি জীবিকার জন্য পড়ান অর্থাৎ পড়ানোর বিনিময়ে দক্ষিণা গ্রহণ করেন। তাই মনু সংহিতাকার বলেছেন, যিনি জীবিকার নিমিত্ত বেদের অংশমাত্র বা বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করার তিনি উপাধ্যায়। বশিষ্ঠ সংহিততায় বলা হয়েছে, যিনি বেদের অংশ মাত্র পড়ান এবং বেদাঙ্গ পড়ান তাকে উপাধ্যায় বলে। আচার্য কিন্তু কোন প্রকার দক্ষিণা ছাড়াই শিষ্যকে পড়ান।[১০] তাই উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য মান্যতর।

বৈদিক যুগের সমাজে আর্যদের কাছে বেদজ্ঞান লাভ ছিল সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। বস্তুত বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান বা পরম জ্ঞান। সেই পরম জ্ঞান লাভে যিনি যেভাবে সাহায্য করেন, সে অল্প হোক বা অধিক হোক তাকেও গুরু রূপে মান্য করতে হবে।[১১] এরকম অভিমত আচার্য মনুর। এখানে সহায়তা করেন অর্থাৎ বেদ অধ্যায়ন করানো এই অর্থ নয়। শেখানো ছাড়া অন্য যে কোনোভাবে শিষ্যের বেদজ্ঞান লাভে সহায়তা করা। যিনি বেদাধ্যয়ন শেখান তাকে আচার্য বা উপাধ্যায় বলা হয়। তাহলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে গুরু, আচার্য, উপাধ্যায় এই শব্দগুলির বৈদিক যুগের সমাজে শিক্ষকের সমার্থক হিসেবেই ব্যবহৃত হত।

ত্রৈবর্ণিক আর্য শিষ্যকে বেদবিদ্বান্ আচার্য উপনয় সংস্কারে সংস্কৃত করে শাস্ত্রমতে তাকে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সেই অনুষ্ঠানের দ্বারা তার নবজন্ম বা দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ জন্ম হত -- সে জন্ম হল ব্রহ্মজন্ম। এই জন্ম ঋতময় ও অবিনাশী। এছাড়াও আচার্য তাকে বেদাঙ্গ সহ বেদ অধ্যায়ন করেন। এর দ্বারা শিষ্য বেদের অর্থবোধে সক্ষম হয়। গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সেই বালক বেদের অধ্যয়ন ও অর্থবোধের দ্বারা কামনাহীন চিত্তে ব্রহ্মলাভ করতে সমর্থ হত। সুতরাং এই ব্রহ্মজন্ম শ্রেষ্ঠ। কেবলমাত্র মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করা তো একটা জন্মমাত্র যা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। মনুষ্য জন্মের সার্থকতা আনে চেতনা। চেতনা আসে শিক্ষা থেকে। এই শিক্ষা প্রদান করেন গুরু বা আচার্য বা শিক্ষক।

উপ আচার্যসমীপে, শিষ্যঃ বালকো বা নীয়তে বেদশিক্ষার্থমিতি উপনয়নম্।[১২] এটি সেই সংস্কারকে বুঝায় যার দ্বারা শিষ্যকে আচার্যের সমীপে বেদ শিক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। উপনয়ন হল ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রারম্ভ সংস্কার। এই অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণাদি বালকগণ উপকৃত বা যজ্ঞসূত্র ধারণ করে।

© 2026 ড. গৌতম পাল. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

উপনয়নের উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানপ্রাপ্তি ও চরিত্র গঠন। আচার্য বা গুরু শিষ্যকে উপনয়ন সংস্কার করে বেদ শিক্ষা প্রদান করতেন। এই পরিস্থিতিতে আচার্যকে অবশ্যই জ্ঞান সম্পন্ন ও চরিত্রবান হতে হত। আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে, যিনি অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণের দ্বারা উপনয়ন সংস্কার করাবেন তিনি অন্ধকারময় জগতে প্রবেশ করবেন আর অবিদ্বান্ আচার্যও তার সঙ্গে অন্ধকারে প্রবেশ করবে। সুতরাং বংশ-পরম্পরায় কুলীন বিদ্যা সম্পন্ন ও গম্ভীর ব্যক্তির দ্বারাই উপনয়ন ও বেদ অধ্যায়ন করানো উচিত।[১৩]

বৈদিক যুগে গুরু বা আচার্যরাই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতেন। প্রকৃতপক্ষে গুরু হতেন চরিত্রবান, নীতিবান, বুদ্ধিমান, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুপন্ডিত, নিঃস্বার্থ স্নেহপ্রবণ প্রভৃতি গুণে সমৃদ্ধ এক ব্যক্তি। সেই সময় গুরুরা ছিলেন দেবতুল্য ব্যক্তি।[১৪] তাঁরা সমাজের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও সর্বোচ্চ স্থানের মর্যাদা পেতেন। গুরু বা আচার্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই রীতি বৈদিক যুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। কালের সীমানা অতিক্রম করে এই রীতি বর্তমান সময়ে এসে পৌঁছেছে।

বৈদিক সমাজে শিক্ষাগুরুর স্থান ছিল খুবই মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক। সেই সময় সকল ধরনের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা পদ্ধতি ছিল মৌখিক রূপে। গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া সাধারণত অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই গুরু ছিলের মহান। রাজারাও গুরুকে যথেষ্ট সম্মান ও মান্যগণ্য করতেন।

বৈদিক যুগে গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে বেদবিদ্যা আয়ত্ত করা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বৈদিক শিক্ষা ছিল শ্রুতিনিষ্ঠ অর্থাৎ মৌখিক। তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তির জন্য গুরুর সাহায্য ছিল অপরিহার্য। স্মৃতিশাস্ত্র সূত্রমধ্যে এত সংক্ষিপ্তাকারে নিবদ্ধ ছিল যে, তার ব্যাখ্যা গুরুর কাছ থেকেই জানতে হত। উপনিষদের গূঢ় তত্ত্বকে জানতেও গুরুর সাহায্য দরকার হত। এককথায় বৈদিক শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণরূপে গুরুনির্ভর। সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। শিক্ষিত মানুষেরা সমাজে মান্যগণ্য হত। মান্য ব্যক্তিরা একত্র উপস্থিত অর্থাৎ যেখানে রাজা ও স্নাতক একত্র উপস্থিত থাকলে রাজার অপেক্ষা স্নাতকই হবেন সম্মানে যোগ্য ব্যক্তি।[১৫] যে সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তিকে এমন মর্যাদা দেওয়া হয় সেই সমাজে সেই শিক্ষাগুরুর মর্যাদা অবশ্যই সর্বোচ্চ স্থানে ছিল তা বললে অত্যুক্তি হয় না।

শিক্ষালাভের জন্য আগত শিষ্যকে গুরু গর্ভে ধারণ করেন।[১৬] উপনয়নে দীক্ষিত দ্বিজ সম্পর্কে শতপথে বলা হয়েছে যে, আচার্য শিষ্যের মাথায় তাঁর ডান হাত রেখে শিষ্যের মন ভগবদ্ভাবে পূর্ণ করে দিতেন। তৃতীয় রাত্রে আচার্য হতে এই অব্যক্ত ভাব শিষ্যের মনে প্রবেশ করত এবং সাবিত্রীমন্ত্রের দ্বারা সে তার প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বে উপনীত হত।[১৭] এইভাবে গুরু শিষ্যের আধ্যাত্মিক নবজন্ম দিতেন।

বৈদিকযুগে শিক্ষাদান নিঃশুল্ক ছিল বলে মনে করা হয়। শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীকে সাধারণতঃ কোনো বেতন দিতে হত না। তবে আচার্যকুলে অন্তেবাসী শিষ্যকে যজ্ঞের জন্য সমিধ্ সংগ্রহ ও গৃহস্থদের কাছ থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করতে হত। ভিক্ষা করে শিষ্য যে অন্ন পেত সে সবই আচার্যের নিকট সমর্পণ করতে হত।[১৮] এছাড়াও শিষ্যকে আচার্যের গৃহস্থালীর কাজকর্ম, গোচরণ ও সেবা করতে হত। গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় প্রত্যেক ছাত্রকে কিছু দক্ষিণা গুরুকে দিতে হত।

বৈদিক যুগে শিক্ষাগুরুরা শিষ্যদের প্রতি স্নেহপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করত। তাঁরা শিষ্যদের জ্ঞানপ্রদানে ছিলেন যথেষ্ট যত্নবান। শিষ্যদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির সমাধান করে তাদের সঙ্গে স্নেহসুলভ ব্যবহার করতেন। উপনিষৎ গ্রন্থসমূহে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে গুরুরা নিজ শিষ্যদের স্নেহযুক্ত সম্মান করেছিলেন। জ্ঞানলাভের জন্য যখন উদ্দালক পাঞ্চাল-পরিষদের অধ্যক্ষ 'প্রবাহণ জৈবলি'র কাছে আসে তখন তিনি তাকে আসন, উদক ও অর্ঘ প্রদান করেন এবং তাকে অন্তেবাসী রূপে শিক্ষা প্রদান করেন।[১৯] পিতৃভক্ত নচিকেতা পিতার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য যমালয়ে উপস্থিত হয়েছিল। যমরাজের অনুপস্থিতিতে নচিকেতা তিন দিন উপবাসী ছিলেন। প্রবাস প্রত্যাগত যমরাজ নচিকেতাকে স্বাগত এবং সম্মান জানিয়ে স্বর্গলাভের সাধনভূত অগ্নিবিদ্যার উপদেশ দেন।[২০]

শিক্ষাদানের জন্য আচার্যকে যথেষ্ট শিক্ষিত হতে হত। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে যে আচার্য অবশ্যই শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হবেন।[২১] তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলা হয়েছে যে আচার্য উপযুক্ত শিষ্যকে সর্বান্তকরণে শিক্ষা দেবেন।[২২] গোপথব্রাহ্মণের একটি উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে যে কোনো বিষয়ে শিক্ষাদান ব্যাপারে আচার্য নিজেকে অযোগ্য বিবেচনা করলে শিষ্যকে যোগ্যতর কোনো আচার্যের নিকটে প্রেরণ করতেন।[২৩]

শিক্ষাদান কালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক প্রয়োজন সে বিষয়ে বৈদিকযুগের শিক্ষাগুরুরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। আচার্যের সঙ্গে শিষ্যদের সম্বন্ধ ছিল অত্যন্ত মধুর ও হৃদ্যতাপূর্ণ। আচার্য শিষ্যকে তাঁর পুত্রতুল্য মনে করতেন। বস্তুতঃ শিষ্য আচার্যের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করতেন। অন্যদিকে শিষ্য আচার্যকে তাঁর পিতৃসম জ্ঞান করে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাপোষণ করতেন।[২৪] শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে আচার্য-শিষ্যের পারস্পরিক সহযোগিতার আদর্শটি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে কেনোপনিষদে।

"ওঁ সহ নাববস্তু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ"।। [২৫]

পরমেশ্বর বিদ্যাস্বরূপ প্রকাশপূর্বক গুরুশিষ্য আমাদের উভয়কে রক্ষা করুন, তিনি আমাদের উভয়কে একত্রে পালন করুন। আমরা যেন সমভাবে একত্রে জ্ঞানলাভের শক্তি অর্জন করি। তেজোযুক্ত আমাদের অধীতবস্তু লাভ করতে পারি। আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হই।।

অধ্যাপনার অনুরোধ করা সত্ত্বেও যদি কোনো শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পড়াতে অসম্মত হতেন তবে সেই শিক্ষককে ভর্ৎসনা করা হত। শিক্ষার্জনের জন্য উপকোসল গুরু সত্যকাম জাবালির বারো বৎসর সেবা করে। সত্যকাম জাবালি অন্য শিষ্যদের সমাবর্তন করান কিন্তু তিনি উপকোসলের সমাবর্তন করান নি। এজন্য তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভৎর্সনা করেন। অতএব সেই যুগে গুরুর স্থান অত্যন্ত সম্মানজনক হলেও অনুচিত কৃতকর্মের জন্য তাকে নিন্দিতও হতে হত।[২৬]

© 2026 ড. গৌতম পাল. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

আচার্যকুলে যতদিন শিক্ষার্থীর পড়াশুনা চলত ততদিন আচার্য শিক্ষার্থীর ভোজন-শয়নাদির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। পিতা যেমন সন্তানদের আহারাদির ব্যবস্থা করেন ঠিক তেমনি আচার্যও শিক্ষার্থীদের খাদ্য-শয্যাদির ব্যবস্থা করতেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে আচার্য শিক্ষার্থীদের জন্য সমাবর্তন উৎসব করতেন। সমাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ সম্পন্ন হত না। শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের জন্য আচার্যরা বিশেষ যত্নবান ছিলেন। আচার্যের তত্ত্বাবধানে ও যত্নে জ্ঞানচর্চা, পরার্থপরতা, আত্মসংযম প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করত বৈদিক যুগের ছাত্রগণ। শিক্ষা ও ভরণপোষণের জন্য পিতামাতাকে সামান্যতম ব্যয়ও করতে হত না অভিভাবককে। তাঁদেরও আচার্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। এককথায় গুরুগৃহে ছাত্রদের পূর্ণ দায়িত্ব ছিল গুরুর উপর।

উপসংহার

বৈদিক সমাজে গুরু বা শিক্ষকদের স্থান ছিল সবার ওপরে। রাজা ও প্রজারা তাঁদের অশেষ শ্রদ্ধা করতেন। গুরুকে আধ্যাত্মিক পিতা হিসাবে মান্যগণ্য করা হত, যিনি শিক্ষার্থীদের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতেন। আচার্যদের গভীর জ্ঞান, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং ত্যাগের জন্য সমাজের কাছে তাঁরা শ্রেষত্বের মর্যাদা পেতেন। আচার্যকুলে শিক্ষার্থীদের থাকা, খাওয়া ও সমস্ত রকমের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দায়িত্ব গুরুর উপর ন্যস্ত থাকত। তিনি বেদাদি শাস্ত্র মৌখিকভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে হস্তান্তর করতেন। বৈদিক যুগে শিক্ষাগুরুরা ছিলেন সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক, যাঁরা শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক রূপে গড়ে তোলার ব্রত নিয়েছিলেন।

অন্ত্যটীকা

১. গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুকারস্তেজ উচ্যতে ।
অজ্ঞাননাশকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ ।। গুরুগীতা - ২৮
২. অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পযত্।। মনুসংহিতা ১/৮৮
৩. নিষেকাদীনি কর্মাণি যঃ করোতি যথাবিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে ।। মনুসংহিতা - ২/১৪২
৪. ত্রয় পুরুষস্যাতি গুরবো ভবন্তি।
মাতা পিতা আচার্যশ্চ।
তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষণা ভবিতব্যম। আপস্তম্বধর্মসূত্রম্ – ১.১.১.১১-১৩
৫. উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপযেদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্যং প্রচক্ষতে।। মনুসংহিতা - ২/১৪০
৬. মনুসংহিতা – ২.৬৯
৭. আপস্তম্বধর্মসূত্রম্ – ১.১.১.১৪
৮. বশিষ্ঠধর্মসূত্রম্ – ৩.২১
৯. নিরুক্ত (যাস্কপ্রণীত) - প্রথম অধ্যায়/দ্বিতীয়পাদ,
১০. বশিষ্ঠ সংহিততায় বলা হয়েছে, ৩.২২-২৩,
১১. মনুসংহিতা – ২.১৪৯
১২. মনুসংহিতা – ২.৩৬
১৩. তমসো বা এষ তমঃ প্রবিশতি যমবিদ্বানুপনয়তে যশ্চাহ বিদ্বানিতি হি ব্রাহ্মণম্। আপস্তম্বধর্মসূত্রম্ ১.১.১.১১-১৩,
তস্মিন্নভিজনবিদ্যাসমুদেতং সমাহিতং সংস্কর্তারমীপ্সেত্। আপস্তম্বধর্মসূত্রম্ ১.১.১.২০
১৪. আচার্যদেবো ভব। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ - ১.১১.২
১৫. রাজস্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপমানভাক্। মনুসংহিতা ২.১৩৯
১৬. অথর্ববেদ - ১১.৫.৩
১৭. শতপথ ব্রাক্ষণ ১১.৫.৪.১২
১৮. অথর্ববেদ- ১১.৫, ১১.৩,৬,১০৮
১৯. ছান্দগ্যোপনিষদ্ ৫.৩.৬
২০. কঠোপনিষদ্ ১২.৯
২১. মুণ্ডকোপনিষদ্ - ১.২১২
২২. তৈত্তিরীয় আরণ্যক – ৭.৪
২৩. গোপথ ব্রাহ্মণ - ১.১.৩১
২৪. প্রশ্নোপনিষৎ-৬.৮
২৫. কেনোপনিষদে – শান্তিপাঠ
২৬. ছান্দোগ্যোপনিষৎ – ৪.১০.৩

সহায়কগ্রন্থসূচী

1. দাস, করুণাসিন্ধু, সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৭০০০৫০, প্রকাশকাল ১৪০৬
2. দাস, ড. দেবকুমার, সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস (বৈদিক ও লৌকিক) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ ১৪০৪
3. বন্দোপাধ্যায়, ড. শ্রীমতী শান্তি, বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা - ৭০০০০৬, তৃতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ ২০০৩
4. যাস্কঃ, নিরুক্তম্, প্রথম অধ্যায়, অধ্যাপক তারকনাথ অধিকারী, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ ২০১২,
5. যাস্কঃ, নিরুক্তম্, সপ্তম অধ্যায়, অধ্যাপক তারকনাথ অধিকারী, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ ২০১৪,
6. যাস্কঃ, নিরুক্তম্, ব্রহ্মচারিমেধাচৈতন্যসম্পাদিতম্, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণসংঘ, আদ্যাপীঠ বালকাশ্রম, কলিকাতা ৭৬
7. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, (শাংকরভাষ্যানুবাদ ও তাৎপর্য সমন্বিত) স্বামী জুষ্টানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা - ৩, প্রথম প্রকাশ ২০১৪
8. শতপথব্রাহ্মণ, অধ্যাপিকা শান্তি ব্যানার্জী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা ৭০০০২৯, প্রথম সংস্করণ ১৪২৩,
9. স্বামী অরুণানন্দ, উপনিষদ্ (প্রথম খণ্ড), ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কোলকাতা ৭০০০১৯, প্রথম সংস্করণ ১৪২০

© 2026 ড. গৌতম পাল. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

10. দাহালঃ, আচার্য লোকমণি, সংস্কৃতসাহিত্যেতিহাসঃ, চৌখম্বা কৃষ্ণদাস অকাদমী, বারাণসী - ২২১০৯০১, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৫
11. মিশ্রঃ, আচার্যঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ, সংস্কৃতসাহিত্যেতিহাসঃ, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী - ২২১০৯০১,
12. নিরুক্ত (যাস্কপ্রণীত) প্রথম অধ্যায়, অধ্যাপক তারকানাথ অধিকারী, সংস্কৃত বুফ ডিপো, কলি, ৭০০ ০০৬, প্র.প্র.২০২২
13. মনুসংহিতা (দ্বিতীয় অধ্যায়), সম্পাদনা অধ্যাপক ড.অন্নদাশঙ্কর পাহাড়ী, সংস্কৃত বুক ডিপো ২৮/১, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, প্রথম প্রকাশ ১৯শে আগস্ট ২০০৫,
14. স্বামী নির্মলানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুগীতা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ২১১,রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কোলকাতা-৭০০০১৯, অষ্টম সংস্করণ ১৪২৩,পৃষ্ঠা ২৮,
15. APASTAMBA DHARMASŪTRA, Pandit. A. Chinnaswami Sastri; Pandit. A. Ramanatha Sastri, Jai Krishsna Das Haridas Gupta, The Chowkhamba, Sanskrit Series Office. Benares City, 1932
16. Mookerji, Radha Kumud, Ancient Indian Education, Macmillan and Co. Limited, St. Martin's Street, London, 1947
17. Sharma, R.S., India's Ancient Past, Oxford University Press, YMCA Library Building, Jai Singh Road, New Delhi 110001, first published 2005
18. Winternitz, M., A History of Indian Literature, (Vol.I, Part I), University of Calcutta, 1962.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Author

Dr. Goutam Pal is an Assistant Teacher at Sitahar Milgram High School, Kumarganj, Dakshin Dinajpur, West Bengal, India. He is dedicated to academic excellence and student development, with a strong commitment to quality education, innovative teaching methods, and fostering intellectual growth among learners in a supportive educational environment.

© 2026 ড. গৌতম পাল. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/